মালাকুল-মওতের ঘটনাবলী

01-May-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة অর্থাৎ যে আমার প্রতি শুক্রবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো। **(জামউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতি, ৭/১৯৯, হাদীস: ২২৩৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো

www.dawateislami.net

✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভিশপ্ত শয়তানের মৃত্যু

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মদীনায় উপস্থিত হলাম, আমি সেখানে দেখলাম লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে বসে আছে এবং হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দরস দিচ্ছেন। তখন হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত হলেন, তখন হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর নিকট আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! শয়তান আমার শত্রু, তুমি তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছো, যখন সে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখবে তখন সে হাসবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে আদম! আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং আপনার শত্রু শয়তানকে এই পৃথিবীতে কিছু সময়ের জন্য থাকতে হবে, যখন তার সময় শেষ হবে, তখন সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যন্ত্রণার সমান মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবে। এবার হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞেসা করলেন: আমাকে বলুন! শয়তানের মৃত্যু কিভাবে হবে? হযরত মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام যখন তাঁকে অভিশপ্ত শয়তানের মৃত্যুর কথা বললেন, তখন তিনি বললেন: رَبِّ حَسْبِی حَسْبِی অর্থাৎ হে পরম করুণাময় আল্লাহ! এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, আমি এর উপর সন্তুষ্ট।

(হযরত কা'বুল আহবার عَلَيْهِ السَّلَام একথা বলে চুপ হয়ে গেলেন) কিন্তু উপস্থিত লোকদের উপর ভয় বিরাজ করছিল, কেউ জিজ্ঞেস করল: হে কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, শয়তানের মৃত্যু কিভাবে হবে? হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রথমে বলতে অস্বীকৃতি জানালেন, তারপর বললেন: যখন দুনিয়া সমাপ্তির নিকটবর্তী হবে, শিঙ্গায় ফুঁৎকারের সময় খুবই কাছাকাছি হবে। তখন মানুষ বাজারে থাকবে, কেউ পরস্পরের মাঝে কথাবার্তায় মগ্ন থাকবে, কেউ একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে, কেউ কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকবে এমন সময় হঠাৎ বিকট আওয়াজ হবে, সেটি শুনে অর্ধেক মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, অতঃপর ৩ দিন পর্যন্ত কোনো হুশ থাকবে না, অবশিষ্ট অর্ধেক মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং তারা পাগল হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে মানুষের এমন অবস্থা হবে যে, জমিন ও আসমানের মধ্যে বজ্রপাতের মতো বিকট শব্দ ভেসে উঠবে, তারই সাথে সাথে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা সেই সময়, যেই সময় পর্যন্ত শয়তানকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, এখন আল্লাহ পাক হযরত মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দেবেন: হে মালকুল মউত! আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গণনার সমান তোমার সাহায্যকারী তৈরি করেছি, জমিন ও আসমানের সমস্ত মানুষের শক্তি তোমার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, আজ তোমাকে ক্রোধের পোশাক পরিধান করানো হচ্ছে, আজ আমার ক্রোধের সাথে শয়তানের কাছে পৌঁছো এবং তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাও আর আজ পর্যন্ত যতো জ্বিন ও মানুষের উপর মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করেছে, এই সকল কষ্টের চেয়েও অনেক গুণ বেশি যন্ত্রণা এই অভিশপ্তের উপর অর্পন করো।

সেই সাথে জাহান্নামের দারোয়ানকে জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, অতঃপর হযরত মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام

শয়তানের কাছে এমন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আসবেন যে, জমিন ও আসমানবাসী তার চেহারা দেখে নেয়, তাহলে তারা বরফের ন্যায় গলে যাবে। হযরত মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام শয়তানকে তিরস্কার করবেন, তার তিরস্কারের আওয়াজে এত গর্জন হবে যে, যদি পুর্ব ও পশ্চিমের মানুষ তা শুনে নেয় তাহলে তাদের বিবেক বুদ্ধি কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শয়তান পালিয়ে যাবে, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বলবেন: হে পাপিষ্ঠ, দাঁড়া! আজ অবধি যাদেরকে তুই পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে পৌঁছিয়েছিস, আজ তাদের সকলের যন্ত্রণার সমপরিমাণ কষ্ট তোকে দেওয়া হবে। তুই কত লম্বা আয়ু পেয়েছিস, কতজনকে পথভ্রষ্ট করেছিস, কতজনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিস, তারা সবাই তোর জন্য জাহান্নামে অপেক্ষা করছে, তোর সময়সীমা শেষ, এখন দৌঁড়! কতদূর দৌঁড়াবে? তখন অভিশপ্ত শয়তান পালানোর মতো কোনো জায়গা পাবে না, সে পাগলের মতো কখনো পূর্ব দিকে যাবে, কখনো পশ্চিমে যাবে, কখনো সাগরে ডুব দিবে কিন্তু সে যেখানেই যাবে, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তার সামনেই থাকবেন। এভাবে সে দৌড়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাযারে পৌঁছবে এবং বলবে: হে আদম! তোমার কারণেই আমি বিতাড়িত হলাম, আহ! তোমার যদি জন্মই না হতো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ কত নিকৃষ্ট! এমন পরিস্থিতিতেও নিজের গুনাহের জন্য অন্যকে দোষারোপ করছে। যাই হোক! এখন সে ছুটে পালিয়ে সেই জায়গায় আসবে যেখানে সে প্রথমবার অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল, এখানে জমিন আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকবে, জাহান্নামীদের তাড়া প্রদানকারী ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ফেলবে এবং তাকে কাঁটা বিশিষ্ট শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে, এখন যতদিন আল্লাহ চাইবেন ততদিন সে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে, অতঃপর হযরত আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام

www.dawateislami.net

কে তুলে এনে বলা হবে: হে আদম, হে হাওয়া! এই হলো আপনাদের শত্রু...!! দেখুন সে কেমন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত আছে, যখন তারা এই দুর্ভাগা অভিশপ্তকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখবেন তখন তারা বলবেন: رَبَّنَا قَدْ اَتْمَمْتَ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের শত্রুকে এমন শাস্তি দিয়ে) তুমি তোমার নেয়ামত পূর্ণ করেছো। সর্বোপরি, বিতাড়িত শয়তান মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করবে।

(তাম্বিহুল গাফেলীন, ঘটনার অধ্যায়, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! বিতাড়িত শয়তানের মাটি কেমন অপবিত্র হবে, সে কী ভয়ানক শাস্তি ভোগ করবে, এটা তো কেবল মৃত্যু অবস্থার বর্ণনা মাত্র। এই অভিশপ্তকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যে শাস্তি প্রদান করা হবে তা কে বর্ণনা করতে পারবে...? এই বিতাড়িত কেনো এই শাস্তি পাবে? কেনো তার এমন করুণ পরিণতি হবে? কারণ এই দূর্ভাগা আল্লাহর নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে অপমান করেছিল, নবীর মোকাবেলায় অহংকার করেছিলো, আল্লাহর অবাধ্য ছিলো, আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছিল, যার কারণে তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা জুটলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকার ও বড়াই করা থেকে হেফাজত করুন, সর্বদা সৎ লোকদের, নবী ও ওলীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মালকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচয়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল একজন উচ্চপদস্থ ফেরেশতা, তাঁর পবিত্র নাম হলো আযরাইল (অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যশীল)। তিনি রূহ কবয করার কাজে

www.dawateislami.net

নিয়োজিত এবং বিন্দু পরিমাণও এতে অলসতা করেন না, যার শেষ সময় চলে আসবে, তাকে এক মুহূর্তও অবকাশ না দিয়ে তার রূহকে কবয করে নেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

(পারা: ২১, সূরা: সিজদা, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফেরেশতা যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে।

আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আযরাইল (অর্থাৎ মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام) এতই বিশাল আকৃতির যে, তাঁর মাথা আকাশে এবং পা মাটিতে রয়েছে ★ তাঁর অনেকগুলো সাহায্যকারী ফেরেশতাও রয়েছেন যাদের সংখ্যা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন ★ বর্ণিত আছে: অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করছে, এমনকি আরশ বহনকারী ফেরেশতারা যখন তাঁকে দেখেন তখন তাঁরা ভীত হয়ে যান। **(তাযকিরাতু লিল কুরতবী, ১ম অধ্যায়, ১৯ পৃষ্ঠা)** হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স অনেক দীর্ঘ, হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সবশেষে (অর্থাৎ যখন জমিন ও আসমানের সকল প্রাণী, এমনকি হযরত জিব্রাইল ও মিকাইল এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, তখন) হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর ও মৃত্যু আসবে, আল্লাহ পাক তাকে বলবেন: হে মৃত্যুর ফেরেশতা! তুমিও মারা যাও। একথা শুনে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام একটি জোরালো চিৎকার করবেন এবং মারা যাবেন। **(কিতাবুল আহওয়াল,: ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮)**

www.dawateislami.net

মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর ক্ষমতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে অপার ক্ষমতা দান করেছেন। বর্ণিত আছে: একদা আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞেস করলেন: হে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام! পৃথিবীতে যদি মহামারী হয়, মানুষ দলবেঁধে মারা যায়, এই অবস্থায় একজন লোক পশ্চিমে থাকে, একজন পূর্বে থাকে, আপনি সেই সময়ে কী করবেন (অর্থাৎ আপনি কীভাবে তাদের উভয়ের রূহ একসাথে কবয করবেন?) হযরত হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি আল্লাহর আদেশে রূহ গুলোকে ডাকি, তখন তারা আমার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে চলে আসে। **(ইহয়াউল উলুম, কিতাবু যিকরিল মউত, ৪/৫৬৫)** একবার হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞেস করলেন: আপনিই কি প্রতিটি জীবের প্রাণ কবয করেন? বললেন: জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন: আপনি তো এখন আমার কাছে আছেন অথচ সারা বিশ্বে মানুষ ছড়িয়ে আছে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক পৃথিবীকে আমার নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন, এটি আমার জন্য এমন যেমন আপনার সামনে রাখা একটি থালা আপনি তা থেকে যা চান তা তুলে নেন। তদ্রূপ আমি দুনিয়াতে যেখান থেকে যার প্রাণ বের করতে চাই, তা বের করে নিই। **(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল যিকরিল মউত, ৫/ ৪৬৯, হাদীস: ২৪৬)**

اللّٰہُ اللّٰہُ! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام হাযির এবং নাযির, অর্থাৎ তিনি যেখানেই থাকেন না কেন, সমগ্র পৃথিবীকে সর্বদা নিজের সামনে দেখতে পান। এ থেকে অনুমান করুন যে, একজন ফেরেশতার ক্ষমতা যখন এমন, তখন ফেরেশতাদের মুনিব, আল্লাহর প্রিয় মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমা ও মর্যাদা কীরূপ হবে?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মালাকুল মউতের সাক্ষাৎ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: যখন মে'রাজ রজনীতে মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানে ভ্রমণ করছিলেন। তখন তিনি চতুর্থ আসমানে একজন ফেরেশতাকে বসে থাকতে দেখলেন, তার সামনে একটি বড় বোর্ড রাখা ছিল, তার কাছেই একটি বড় বৃক্ষ ছিলো, যার শাখা গুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে, সেই ফেরেশতা সেই গাছটির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে ছিলেন। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: এই ফেরেশতা কে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হলো স্বাদ বিনাশকারী, বন্ধুদের বিচ্ছেদকারী, নারীদের বিধবাকারী এবং যে শিশুদের এতিম বানায়, উঁচু প্রাসাদকে জনশূন্য ও কবরস্থানকে জনবসতিতে পরিবর্তনকারী অর্থাৎ হযরত আযরাইল عَلَيْهِ السَّلَام।

অতঃপর হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: হে আযরাইল عَلَيْهِ السَّلَام তিনি পূর্বাপর সকলের সর্দার, প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একথা শুনে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام উঠে গেলেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করলেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য লাভ করলেন এবং প্রবল ভালোবাসায় তাঁর কপাল মুবারকে চুম্বন করে তাঁর কাছে বসার অনুরোধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কি চান? (অর্থাৎ আমার জন্য কোন আদেশ?) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আপনার সামনে যে বোর্ড রাখা আছে এটা কি? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক সকল প্রাণীর রূহ

www.dawateislami.net

আমার নিয়ন্ত্রনে করে দিয়েছেন, এই বোর্ডের মধ্যে সমস্ত কিছুর বিবরণ লেখা রয়েছে, এর মাধ্যমে আমি তাদের হিসাব রাখি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেসা করলেন: এই বড় গাছটি কী? তিনি বললেন: এই গাছের পাতা গুলো জীবের সমপরিমাণ। এমন কোন মানুষ নেই যার নামের পাতা এই গাছে নেই। কেউ অসুস্থ হলে তার নামের পাতা হলুদ হয়, এর দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি অসুস্থ। অতঃপর তিনি একটি বাটি দেখিয়ে বললেন: যখন পাতাটি হলুদ হয়ে যায়, তখন আমি এই বাটি থেকে পানি ছিটিয়ে দেই, যদি পাতাটি তার প্রথম রঙে ফিরে আসে তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে ব্যক্তিটি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করবে, যদি পাতাটি পূর্বের রঙে ফিরে না আসে বরং কালো হয়ে যায়, তবে আমি বুঝতে পারি যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি এই পাতার দিকে তাকিয়ে থাকি, যখন সেটি গাছ থেকে পড়ে যায়, এর মানে হলো তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তারপর যদি সেই ব্যক্তিটি নেককার হয়, আমি তার কাছে ভালো রূপে যাই এবং তার প্রাণকে কবয করে সেটাকে পরম শান্তি ও সুবাসে রাখি, আর যদি সে পাপী হয়, আমি তার কাছে ভয়ানক রূপে যাই, সে আমাকে দেখে চিৎকার করতে থাকে: হে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আমার গুনাহ বহুগুণ বেড়ে গেছে, আমার আমলনামা গুনাহে কালো হয়ে গেছে, হায়! এখন তো বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসেছে, আমাকে একটু সময় দাও! যাতে আমি আল্লাহর সামনে কিছু চোখের অশ্রু বিসর্জন দিতে পারি, আমাকে আমার গুনাহ থেকে তাওবা করার জন্য কিছু সময় দিন। আমি বলি: অসম্ভব...!! এটা একেবারেই অসম্ভব। অতঃপর আমি তার রূহ কবয করে নিই।

(সালওয়াতুল আরেফীন, বাবু যিকরিল মউত, ২/২১২-২১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কে মৃত্যুকে বেশি মনে রাখে...?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই শিক্ষণীয় বর্ণনা থেকে জানা যায়: আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام সর্বদা আমাদের প্রতি মনোযোগী আছেন, যখন যার সময় ফুরিয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তের জন্য অবকাশ দিবেন না, অবিলম্বে তার রূহকে কবয করে নেন। হায়! আফসোস! আমরা এই বাস্তবতা জানি, বিশ্বাসও করি কিন্তু জানার পরেও আমরা অজ্ঞতায় থাকি, অলসতায় থাকি, মনে রাখবেন! আমরা মৃত্যুকে স্মরণ করি বা না করি, আমরা নেক আমল করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিই বা না নিই , মৃত্যু সর্বাবস্থায় আসবেই এবং আসতেই থাকবে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে জীবদ্দশায় মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

পারা ২৯, সূরা মুলকের ২য় আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা: ২৯, সূরা: মুলক, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

উলামায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতের একটি অর্থ এটিও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং এর জন্য অধিক প্রস্তুতি নেয়। **(শুয়াবুল ঈমান,৭ / ৪০৮)**

মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও!

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত তারিক মুহারিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর শেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়ে ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: يَا طَارِقُ اِسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ অর্থাৎ হে তারিক! মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও ...!! **(মুজামে কবীর, ৪/৩৯১, হাদীস: ৮০৯৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যাবর্তনের দিনকে ভয় করো...!!

৩য় পারা, সূরা বাকারার ২৮১নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভয় করো সেদিনকে যেদিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

একটি বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হলো: হে ঈমানদারগণ! সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা এই দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে সফর করবে। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩, সূরা: বাকারা২৮১ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪১৯)**

আহ! যেদিন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আসবে, সেদিন দেহ থেকে রূহ বের করা হবে, ঘোষণা করা হবে: আল্লাহর হুকুমে অমুকের মেয়ে অমুক ইন্তেকাল করেছে। আহ! অতঃপর অচিরেই গোসল প্রদানকারীনিকে ডাকা হবে, গোসল দেয়া হবে এবং কাফন পরানো হবে, অতঃপর!! চোখের পলকেই আমাদের অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। হে ঈমানদারগণ! সেই দিনকে ভয় কর....!

হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام সবাইকে দেখেন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রূহ কবয করা হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব, তিনি তাঁর এই দায়িত্বে বিন্দু পরিমাণ অলসতাও করেন না। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত মালাকুল

www.dawateislami.net

মউত عَلَيْهِ السَّلَام প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে ৫ বার এবং অপর বর্ণনা অনুযায়ী ৭ বার আগমন করেন এবং দেখেন যে, এখানে কোন ব্যক্তি এমন আছে কিনা যার রূহ কবয করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। **(শরহুস সুদুর, ৪৩ পৃষ্ঠা)**

হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোনো ঘণ্টা নেই যাতে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام প্রত্যেক জীবের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন না। যদি আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তার রূহ কবয করে নেন অন্যথায় তিনি ফিরে যান।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৭০, সংখ্যা: ২৬০৪)

اللهُ প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! কিরূপ শিক্ষনীয় বিষয়, আমরা অলসতায় নিমজ্জিত, অনর্থক কাজকর্মে নিমজ্জিত, গুনাহে লিপ্ত, অন্যদিকে সকল স্বাদ বিনাশকারী হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام সর্বদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। অর্থাৎ আমরা মৃত্যু থেকে উদাসীন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট অথচ মৃত্যু সবসময় আমাদের মাথার উপর বিদ্যমান।

তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবে না

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام প্রতিদিন ঘরে ঘরে ৩ বার পরিদর্শন করেন, যদি তাদের কারও সময় ঘনিয়ে আসে তবে তিনি তার রূহ কবয করে নেন। ঘরে হৈচৈ সৃষ্টি হয়ে যায়, পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি শুরু করে, ঐ সময় হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন: হে লোক সকল! আমি তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি তোমাদের কোন রিযিক আহার করিনি, তোমাদের আয়ু সংক্ষিপ্ত করিনি এবং সময়ের পূর্বে তোমার রূহ কবয করিনি, নিশ্চয়ই আমি

www.dawateislami.net

আবার তোমাদের কাছে আসবো। অতঃপর আবার আসবো। এমনকি তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবে না। **(ইহয়াউল-উলূম, কিতাবু যিকরিল মউত, ৪/৫৬৭)**

মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর ৪টি রূপ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর ৪টি ভিন্ন রূপ রয়েছে: (১) একটি হলো এমন রূপ যাতে তার মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হয় (২) দ্বিতীয় রূপটি সম্পূর্ণ কালো (৩) তৃতীয় রূপটি অত্যন্ত কঠোর এবং অপ্রীতিকর (৪) এবং চতুর্থ রূপটি অত্যন্ত চকচকে এবং উজ্জ্বল। যখন কোনো অমুসলিমের প্রাণ কবয করতে হয়, তখন হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম রূপে আসেন, সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আগুনের শিখা বের হতে থাকে, যখন কোনো পথভ্রষ্ট ও বদমাযহাবের রূহ কবয করতে হয় তখন অত্যন্ত কালো রূপে তার কাছে আসেন, যখন কোনো গুনাহগারের রূহ কবয করতে হয়, তখন খুবই কঠোর এবং অপ্রীতিকর রূপে আসেন এবং যখন তাওবাকারী (নেক লোকদের) রূহ কবয করতে আসেন তখন নূরানী রূপে আসেন। **(সালওয়াতুল আরেফীন, বাবু যিকরিল মউত, ২/২১২)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام সকলের রূহ একই ভাবে কবয করেন না, বরং ব্যক্তিভেদে উপায় ভিন্ন হয়। নেককার লোকদের কাছে আসার ধরন ভিন্ন হয়, গুনাহগারদের কাছে আসার ধরন ভিন্ন হয়, আর যখন কোনো অমুসলিমদের প্রাণ কবয করতে হয়, তখন অত্যন্ত ভয়ংকর রূপে করা হয়। আহ! যখন আমাদের রূহ বিদায়ের সময় আসে, তখন যেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে যায়। এমন হলে اِنْ شَآءَ الله রূহ বের হওয়া সহজ হবে, নইলে যদি গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয় এবং আমাদের দিন রাত পাপের কারণে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام ভয়ানক রূপে রূহ বের

www.dawateislami.net

করতে আসেন, তবে বিশ্বাস করুন। ব্যাপারটি খুবই কঠিন হয়ে যাবে, সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (অন্তিম মুহূর্তে হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام যদি ভয়ানক রূপ ধারণ করেন, তখন) মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখা তরবারির হাজারটি আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। اَلْاَمان والحفيظ!।

সাকারাতের কঠিন ও যন্ত্রনাদায়ক মুহূর্ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ব্যাপারটা আসলেই সত্য, সাকারাতের সময় একদিকে তো হাজারো যন্ত্রণা; পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনা, বাবা-মা, ভাইবোন, প্রিয় আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছেদের কষ্ট, ভবিষ্যতের জন্য দেখা স্বপ্ন অপূর্ণ রেখে যাওয়ার যন্ত্রণা, অতীতের পাপের জন্য লজ্জিত হওয়ার বেদনা, এ রকম অসংখ্য যন্ত্রণা মানুষকে ঘিরে রাখে। এর সাথে যদি আল্লাহ না করুক পাপের শাস্তিও দেওয়া হয়, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন, তাহলে ভাবুন! এই সময় আমাদের কি হবে...? হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মুখস্থ কিভাবে হবো?

কিন্তু হায়! ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে সাকারাতের যন্ত্রণা। হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৃত্যুর যন্ত্রণা ও গলায় আটকে থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন: এই যন্ত্রণা তরবারির ৩০০ আঘাতের সমান। **(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মউত, ৫/৪৫৩, হাদীস: ১৯২)** একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: সবচেয়ে সহজ মৃত্যু হলো তুলার মধ্যে আটকে থাকা কাঁটা যুক্ত শাখার মতো, যখন তুলা থেকে এমন শাখা বের করা হয় তখন তুলার ফুলকা অবশ্যই তার সাথে আসবে। **(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মউত, ৫/৪৫৩, হাদীস: ১৯৪)**

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: সাকারাতের যন্ত্রণা সরাসরি রূহকে আক্রমণ করে, তারপর এই যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে, প্রতিটি শিরায় উপশিরায়, প্রতিটি পেশীতে, প্রতিটি জয়েন্টে, প্রতিটি চুলের গোড়ায় এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার প্রতিটি অংশ থেকে রূহ বের হয়, এটি জিজ্ঞেস করো না যে, এটা কী ধরনের যন্ত্রণা? বুযুর্গরা তো এমনও বলেছেন যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা তরবারির আঘাতের চেয়ে, করাত দিয়ে ছিঁড়ার চেয়ে এবং কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/৫১১)** ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা জানতে পেরেছি যে, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/৫১৫)**

الامان والحفیظ!

আহ! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানিনা তখন আমাদের কি হবে! ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, কবরের গন্তব্যের দিকে অনবরত যাত্রা অব্যাহত, একটু কল্পনা করুন, আমরা সযত্নে আমাদের ঈমানকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছি, একদিকে নফসে আম্মারা ঈমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অন্যদিকে শয়তান পালাক্রমে আঘাত করছে, তৃতীয়ত আরেক দিকে বদমাযহাব ঈমান হরণ করতে ব্যস্ত, আর চতুর্থত অন্য দিকে দুনিয়ার অহেতুক প্রেম ঈমানের পিছু লেগে আছে! আহ! এমতাবস্থায় আমরা ঈমানের সম্পদ কিভাবে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাবো...!!

(কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় আমাদের জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ করে দিন। আহ! জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, উম্মতের শাফায়াতকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো তাঁর পাপী উম্মতের শিওরে তাশরীফ নিয়ে আসেন, আহ! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

পবিত্র জ্বলওয়া দেখে এবং দীদারের সুধা পান করে পরম কোমলতায় প্রাণ এমনভাবে বেরিয়ে যাক যেনো বুঝতেও না পাই।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সাকারাতের, কবরে, হাশরে সহজতা নসীব করুন। আহ! প্রিয় নবী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষে আসুন আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দু'টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) প্রতিটি সদাচরণ সদকা সেটা গরিবের সাথে হোক বা ধনীর সাথে হোক। **(আয যাওয়াজির, কিতাবুল যাকাত, ৩/৩৩১, সংখ্যা: ৪৭৫৪)** (২) যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করেছে তাকে স্বাগতম কারণ আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছেন। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, ৫/২১৩, হাদীস: ৭৩৩৯)** ✸ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ওয়াজিব এবং তা ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত ৩/৫৫৮)** ✸ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের নাম এই নয় যে, সে ভালো আচরণ করলে তুমিও তাই করবে, মূলত এই জিনিসটি হল দেওয়া নেওয়া যে, সে তোমার কাছে কোন কিছু পাঠালো, বিনিময়ে তুমিও তার কাছে কিছু পাঠালে, সে তোমার কাছে আসলো বিনিময়ে তুমিও তার কাছে গেলে। মূলত আত্মীয়তার বন্ধন হলো, সে ছিন্ন করলে তুমি বজায় রাখবে, সে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ করতে চাইলে তুমি তার সাথে সম্পর্কের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হবে। **(রুদ্দুল মুহতার ৯/৬৭৮)** ✸ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তাদের উপহার দেওয়া এবং তাদের যদি কোনও বিষয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন

হয় তবে তাদের সহায়তা করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, দাড়ানো এবং তাদের পাশে বসা, তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। **(কিতাবুদ দুরারিল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✹ আত্মীয়দের সাথে কয়েকদিন পরপর দেখা করা উচিত, অর্থাৎ একদিন দেখা করতে যাওয়া এবং পরের দিন না যাওয়া, কারণ এভাবে করলে ভালোবাসা এবং স্নেহ বাড়ে, বরং প্রতি শুক্রবার বা প্রতি মাসে আত্মীয়দের সাথে একবার দেখা করা। **(কিতাবুদ দুরারিল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✹ সত্য ও বৈধ বিষয়ে গোত্র এবং পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ আত্মীয়রা যদি হকের দিকে থাকে, তবে তাদের উচিত অন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সত্য প্রকাশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। **(কিতাবুদ দুরারিল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✹ আত্মীয়-স্বজন কোনো প্রয়োজন উপস্থাপন করলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা গুনাহ। যখন কোন নিকট আত্মীয় কোন প্রয়োজন উপস্থাপন করে তাহলে তার প্রয়োজন পূরণ করুন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। **(কিতাবুদ দুরারিল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✹ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিল" অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد